20 MAY 2008

জেলা স্কুলের একই ক্যাম্পাসে কলেজ চালুর উদ্যোগ

॥ বরিশাল অফিস ॥

এ বছরের মধ্যে নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হলে আগামী বছর থেকে জিলা স্কুলে চালু করা হবে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণী। এ কোর্স চালুর লক্ষ্যে জিলা স্কুলের পরেশ শাশ্বর মঠ সংলগ্ন এলাকায় নির্মাণ করা হচ্ছে একাডেমিক ভবনসহ ছাত্রাবাস ও অন্যান্য ভবন। ২০০৬ সালে ২ কোটি টাকা ব্যয়ে ঐ নির্মাণ কাজ শুরু হয়। এ বছর নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হলেই একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণীর জন্য প্রশাসনিক জনবলসহ অধ্যক্ষ, সহকারী অধ্যক্ষ ও শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হবে। জিলা স্কুল ও কলেজ চলবে তাদের নিজস্ব নিয়মনীতিতে। এ বছর যারা এসএসসি পাস করবে তারাই ঐ কলেজে বিজ্ঞান, বাণিজ্য ও মানবিক বিভাগে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পাবে। প্রতি বিভাগে আসন সংখ্যা সীমিত থাকবে। এসএসসি'র ফলাফলের উপর নির্ভর করে প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে সেখানে ভর্তি করা হবে। সেখানে জিলা স্কুল থেকে পাস করা ছাত্ররা অগ্রাধিকার পাবে। তবে ঐ কলেজে ছাত্র-ছাত্রী উভয় ভর্তি হওয়ার সুযোগ পাবে কিনা সে ব্যাপারে এখনো কোন সিদ্ধান্ত হয়নি। কলেজের শিক্ষার্থীদেরও জিলা স্কুলের ছাত্রদের মত পোশাক পরিধান থাকবে।

বরিশাল

শিক্ষকদের আশঙ্কা মাধ্যমিক স্কুলের একই ক্যাম্পাসে উচ্চ মাধ্যমিক সংযুক্ত করা হলে ছৈত শাসন পদ্ধতি বা শিক্ষার পরিবেশকে কিছুটা হলেও নষ্ট করতে পারে। শিক্ষকরা আরো জানান, নগরের বেশকটি বেসরকারি স্কুলকে উচ্চ মাধ্যমিকে রূপান্তর করা হলেও তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। এ সব কলেজগুলোর মধ্যে রয়েছে নগরের কাশীপুর স্কুল এন্ড কলেজ, কর্ণকাঠী স্কুল এন্ড কলেজ ও বান্দরপাড়া স্কুল এন্ড কলেজ।

তাছাড়া এখানে অনেক সরকারি ও বেসরকারি কলেজ এইচএসসিতে আসন সংখ্যানুযায়ী কোন বছরই শিক্ষার্থী পায় না। এজন্য বেসরকারি কলেজগুলোর শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের নিজ নিজ কলেজে ভর্তির জন্য বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষা সম্পন্নের পর বাড়িতে বাড়িতে যায়দেয়। তাদেরকে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধার কথা বলে নিজ নিজ কলেজে ভর্তি হবার জন্য আকৃষ্ট করে।

অন্যদিকে অভিভাবকরা জানান, স্কুলের গণ্ডি পার হওয়ার পর বিভিন্ন কলেজে ভর্তির জন্য তাদের সন্তানদের নিয়ে দুশ্চিন্তা করতে হয়। স্কুল ক্যাম্পাসে কলেজ প্রতিষ্ঠার ফলে তাদের সন্তানরা একটি গন্ডির মধ্যে শিক্ষার পরিবেশ পাবে।